অষ্টাদশ অধ্যায়

আল্লাহ্ ও রাসুলের ইচ্ছায় কোন কাজ সমাধা হওয়া প্রসঙ্গে

বেহেস্তী জেওরঃ

یوں کہنا کہ خداورسول چاہیگا تو فلاں کام ہوجاویگا (شرك ہے)

"আল্লাহ্ এবং রাসুল চাইলে অমুক কাজটি হয়ে যাবে"– এভাবে বলা শিরক্। (১ম খন্ড-৪০ পৃষ্ঠা)

ইসলাহ বা সংশোধনঃ

থানবী সাহেবের উক্ত ফতোয়া সম্পূর্ণ গলদ এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর মিথ্যা অপবাদ স্বরূপ। থানবী সাহেব মূলতঃ তার পূর্ববর্তী ওহাবী নেতা ইসমাইল দেহ্লভীর তাক্ভিয়াতুল ঈমান এবং নজদী ওহাবী নেতা ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর কিতাবুত তাওহীদকে অনুসরণ করেই এরূপ মন্তব্য করেছেন। ইসমাইল দেহ্লভী তাকভিয়াতুল ঈমানে লিখেছেঃ

یہ خاص اللہ کی شان ہے اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں – رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا –

www.sunnibarta.com

"ইচ্ছা করলেই কিছু হয়ে যাওয়া–ইহা খাছ আল্লাহর শান। এর মধ্যে কোন সৃষ্টিরই দখল (ক্ষমতা) নেই, রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না"।

ইসমাইল দেহ্লভী আরও লিখেছেঃ

یایون کہے اللہ ورسول چاہیگا تو میں آونگا .....

سو ان سب باتوں سے شرك ثابت ہوتا ہے– اسکو اشراك فی العادۃ کہتے ہیں –

অর্থঃ "অথবা এরূপ বলা যে, আল্লাহ ও রাসুল যদি চাহেন তবে আমি আসবো। উপরোক্ত কথাগুলোর দ্বারা শিরক প্রমাণিত হয়। এধরনের শিরক্কে "অভ্যাসগত শিরক" বলা হয়। (তাক্ভিয়াতুল ঈমান- শিরক অধ্যায়)

www.sunnibarta.com

এখন আমরা প্রমাণ করবো– এরূপ কথা স্বয়ং নবী করিম(দঃ) এর উপস্থিতিতে সাহাবাগণ বলতেন। কিন্তু নবী করিম(দঃ) নিষেধ করেন নাই। বরং সামান্য সংশোধন করে বলার পরামর্শ দিয়েছেন মাত্র। প্রমাণ নীচে দেখুন।

১নং দলীলঃ

নবী করিম(দঃ)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম এরূপ বলতেনঃ "আল্লাহ ও রাসুল চাইলে আমি এই কাজটি করবো অথবা এই কাজটি হয়ে যাবে"। তখন ব্যাপকভাবে এই প্রথা চালু ছিল। নবী করিম (দঃ) তাঁদেরকে বাধা দিতেন না বা এ কাজকে শিরকও বলতেন না। এই ছিল সাধারণ অবস্থা। কিন্তু ওহাবী খেয়ালের এক ইহুদী এসে বললো–"তোমরা তো আল্লাহ ও রাসুলকে এক করে ফেলেছো"। ঐ ইহুদীর বদ্‌গুমানী দূর করার জন্য আল্লাহর রাসুল (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে ঐ বাক্যটি একটু সংশোধন করে বলার জন্য পরামর্শ দিয়ে বললেনঃ তোমরা এভাবে বল্‌বে– "আল্লাহ ইচ্ছা করলে; অতঃপর আল্লাহর রাসুল ইচ্ছা করলে এই কাজটি করবো অথবা এই কাজটি হয়ে যাবে"। আরবীতে হাদীস খানা নিম্নরূপঃ

لَا تَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ –

অর্থঃ তোমরা এভাবে বলিওনা যে, "আল্লাহ ও রাসুল যা চাহেন- তা হবে"। বরং এভাবে বলিও– "আল্লাহ যা চাহেন; অতঃপর হযরত মুহাম্মদ(দঃ) যা চাহেন- তা হবে"।

www.sunnibarta.com

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়–উক্ত হাদীসে নবী করিম(দঃ) বাক্যটি ঠিক রেখে শুধু وَاوْ (ওয়াও) পরিবর্তন করে তদস্থলে- ثُمَّ (ছুম্মা) বলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু "ইচ্ছা" শব্দটি বহাল রেখেছেন। ব্যবধান হলো শুধু وَاوْ এর স্থলে ثُمَّ । وَاوْ অর্থ বাংলাতে "এবং" ; আর ثُمَّ অর্থ অতঃপর বা পরে। অতএব হাদীসের সরল অর্থ হলোঃ তোমরা আল্লাহর রাসুলের ইচ্ছাকে وَاوْ দ্বারা একসাথ না করে ثُمَّ দ্বারা আগপিছ করে দাও এবং বলোঃ "আল্লাহর ইচ্ছা হলে, অতঃপর রাসুলেরও ইচ্ছা হলে অমুক কাজটি করবো বা হবে"।

এখানে শুধু আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রথমে আল্লাহর ইচ্ছা, তারপর রাসুলের ইচ্ছা বলার জন্য নির্দেশ হয়েছে। এখানে শিরক–এর প্রশ্নই আসে না। নবী করিম (দঃ) শিরক শব্দ উল্লেখ করেননি। সুতরাং থানবী সাহেব ও ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক উক্ত কথাকে শিরক বলাটা বাড়াবাড়ি এবং রাসুলের উপর খোদকারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.sunnibarta.com

২নং দলীলঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবু দাউদ-এর সূত্রে মিশকাত শরীফে সাহাবী হযরত হোজায়ফা(রাঃ)-এর সংক্ষেপে বর্ণিত হাদীসখানা নিম্নরূপ সংকলন করা হয়েছেঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ -

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা(রাঃ) বর্ণনা করেন–"নবী করিম(দঃ) এরশাদ করেছেন–তোমরা এভাবে বলোনা যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং অমুকে যা ইচ্ছা করে- তা হবে; বরং এভাবে বলো–"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন; অতঃপর অমুকে যা ইচ্ছ করে- তা হবে"।

এর সাথে মিশকাত শরীফে একথাও উল্লেখ আছে যে, رِوَايَةً مُنْقَطِعًا অর্থাৎ অন্য এক রেওয়ায়াতে উপরোক্ত হাদীসকে মুনকাতা' বলা হয়েছে। মুনকাতা' বলা হয়–যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সনদ পরম্পরায় রাসুল(দঃ) পর্যন্ত مُتَّصِلْ (সংযুক্ত) নহেন। অর্থাৎ বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কেউ বাদ পড়েছে। এমন হাদীস আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। মুনকাতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন شَرْحُ السُّنَّة নামক হাদীস গ্রন্থে। সুতরাং থানবী সাহেব ও ইসমাইল দেহলভী মিশকাতের رِوَايَةً مُنْقَطِعًا শব্দটি উল্লেখ না করেই হাদীসখানা বর্ণনা করে ধোকাবাজীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং حَدِيْثٌ مُتَّصِلْ বা রাবী পরম্পরায় নবী করিম (দঃ) পর্যন্ত সংযুক্ত বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এটা গর্হিত কাজ। হাদীসে মুনকাতা-কে হাদীসে মুত্তাসিল হিসেবে চালিয়ে দেয়া ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩নং দলীলঃ

ইমাম ইবনে মাজা হাসান সনদে এবং ইবনে আবি শায়বা, তাব্‌রানী, ইমাম বায়হাকী ও অনান্য হাদীসবেত্তাগন পটভূমিকা সহ উক্ত হাদীস খানা নিম্নরূপ বর্ননা করেছেন।

اِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَاٰى فِى النَّوْمِ اَنَّهٗ لَقِىَ رَجُلًا مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ اَنْتُمْ لَوْلَا اَنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ

www.sunnibarta.com

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اَنْ كُنْتُ لَاَعْرِفُهَا لَكُمْ قُوْلُوْا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ مَاشَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ- طَبْرَانِىْ - بَيْهَقِىْ-اِبْنُ مَاجَه وَغَيْرُهُمْ)

অর্থ "জনৈক সাহাবী (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন- একজন ইহুদী স্বপ্নে তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেঃ যদি তোমরা শিরক না করতে, তবে তোমরা অতি উত্তম জাতি ছিলে। তোমরা (সাহাবীরা) বলে থাকো- আল্লাহ এবং মুহাম্মদ (দঃ) যা চান- তা হবে"। ঐ সাহাবী নিজের স্বপ্ন বৃত্তান্ত রাসুলে খোদা (দঃ) এর নিকট পেশ করলেন। শুনে নবী করিম (দঃ) মন্তব্য করলেন" শুন! তোমাদের ঐ ধরনের কথা সম্পর্কে আমিও খেয়াল করেছি। তোমরা ঐ ভাবে না বলে বরং এভাবে বলোঃ 'আল্লাহ যা চান; অতঃপর মুহাম্মদ (দঃ) যা চান, তা হবে" । (ইবনে মাজা, ইবনে আবি শায়বা, বায়হাকী, তারবানী ও অনান্য মোহাদ্দেসীন)

উপরোক্ত হাদীস থেকে ইমাম আহম্মদ রেজা খান ফজেলে বেরেলভী (রাঃ) নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রমান করেছেন । যথাঃ -

(ক) - উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমান পাওয়া যাচ্ছে যে- নবী করিম (দঃ) এর সাহাবীগন ব্যাপকভাবে ("মাশা আল্লাহ ওয়া মাশাআ মুহাম্মদ") "আল্লাহও রাসুল যা চান" কথা ব্যবহার করতেন। নবী করিম (দঃ) ও তা অবগত ছিলেন- কিন্তু নিষেধ করেননি। থানবী সাহেব এবং ইসমাইল দেহলভী এই কথাকে শিরক বলে প্রকারান্তরে সাহাবীগনকেই মুশরিক বলে আখ্যায়িত করেছে (নাউজু বিল্লাহ)। অথচ নবী করিম (দঃ) তা দেখেও নিষেধ করেননি ।

(খ) - হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর মামাতো ভাই হযরত তোফায়েল (রাঃ) এর বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেছেনঃ

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ كَلِمَةً كَانَ يُمْنِعُنِى الْحَيَاءُ مِنْكُمْ اَنْ اَنْهٰكُمْ عَنْهَا لَاتَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَمَاشَاءَ مُحَمَّدٌ *

অর্থাৎ - তোমরা এমন একটি বাক্য ব্যবহার করছো - তোমাদের মর্যাদার কারনে যা থেকে আমি বারন করিনি। তোমরা এভাবে বলিওনা যে, আল্লাহ যা চান এবং রাসুল যা চান" । এই হাদীসে দেখা যায় যে, সাহাবীগন ঐ বাক্যটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু নবী করিম (দঃ) তাদের মর্যাদার খাতিরে নিষেধ করেননি বরং বলার অনুমতি ছিল। যদি ঐ রূপ বলা শিরক হতো, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি বারন করতেন।

www.sunnibarta.com

থানবী সাহেব ও তার নেতার কথা অনুযায়ী নবী করিম (দঃ) জেনে শুনে তাঁদেরকে এতদিন শিরক শিক্ষা দিয়েছেন (নাউজু বিল্লাহ)। সুতরাং বুঝা গেল -এটা শিরক নয় বরং আদবের খেলাফ।

(গ) - নবী করিম (দঃ) ঐ বাক্যটিই সামান্য সংশোধন সাপেক্ষে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে 'এবং' না বলে বরং 'অতঃপর' যোগে বলোঃ আল্লাহ যা চান অতঃপর মুহাম্মদ (দঃ) যা চান- তা হবে"। অথবা এভাবে বলোঃ আগে আল্লাহর ইচ্ছা, পরে হুজুরের ইচ্ছা।

(ঘ) - আল্লাহর ইচ্ছা ও রাসুলের ইচ্ছাকে وَاوْ (ওয়াও) অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত করা ছিল সাহাবীগনের অভ্যাস বা সুন্নাত। কিন্তু এ ব্যাপারে আপত্তি করা হচ্ছে ইহুদী স্বভাব । ইহুদীরা আল্লাহর সাথে নবীর নাম সংযুক্ত করাকে পছন্দ করেনি। কিন্তু নবী করিম (দঃ) ثُمَّ (ছুম্মা) অব্যয় দ্বারা ঐ সংযুক্তিকেই বহাল রাখলেন। বুঝা গেল- আল্লাহর নাম থেকে রাসুলের নাম বাদ দেয়া বা পৃথক করা ইহুদীদের স্বভাব। আর আল্লাহর নামের সাথে রাসুলের নাম যোগ করা ঈমানদারের স্বভাব। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন কাজে আপন প্রিয় রসুলের নাম নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করে কোরআন মজিদে প্রায় ৪৫টি আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

থানবী গ্রুপের প্রতি অনুবাদকের পাল্টা চ্যালেঞ্জঃ

থানবী সাহেব এবং ইসমাইল দেহলভী আল্লাহর ইচ্ছাকেই একমাত্র বৈধ মনে করে। রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয়না- বলে ইসমাইল দেহলভী তাকভিয়াতুল ঈমানে ঘোষনা দিয়েছে। রাসুলের ইচ্ছায় কোন কাজ হওয়ার বিশ্বাসকে তারা উভয়েই শিরক বলেছে। এখন দেখা যাক, কোরআন মজিদে কি কি কাজ বা কোন ক্ষেত্রে রাসুলের নাম আল্লাহর নামের সাথে وَاوْ (ওয়াও) অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে।

১। গরীবকে ধনবান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুলের সম্পৃক্ততা ঃ

وَمَا نَقَمُوْا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ (تَوْبَة- ٧٤)

মর্মার্থঃ "মুনাফিকরা গনীমতের মাল অধিক পরিমাণে না পাওয়ার কারনে রাসুলের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। তারা কি চিন্তা করে দেখেনি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই আপন অনুগ্রহে তাদেরকে ধনবান করেছেন"।(সুরা তাওবা আয়াত ৭৪)। এখানে "রাসুল (দঃ) আল্লাহর সাথে যৌথভাবে ধন দৌলত দিয়েছেন" বলা হয়েছে।

২। কিছু দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুলের যৌথ ভূমিকাঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ (توبه ٥٩)

মর্মার্থ "মুনাফিকদের জন্য কতই না ভাল হতো, যদি তারা সন্তুষ্ট হতো-আল্লাহও তাঁর প্রিয় রাসুল যৌথভাবে যা কিছু তাদেরকে দান করেছেন- তার উপর"। (তৌবা-৫৯ আয়াত) এ আয়াতে আল্লাহও রাসুল দান করেন" বলা হয়েছে।

www.sunnibarta.com

৩। মানুষের আমল দেখা ও প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুল এক ঃ

وَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ (توبه -٩٤)

মর্মার্থঃ " আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ) যৌথভাবে তোমাদের আমল সমূহ প্রত্যক্ষ করবেন" ।(সুরা তাওবা ৯৪ আয়াত)। এ আয়াতে আল্লাহ ও রাসুলের ভূমিকা এক। রাসুল করিম (দঃ)-এর ইলমে গায়বের এটি একটি দলীল।

৪। দ্বীনের কাজে আল্লাহ ও রাসুলের যৌথ আহবান ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (انفال- ٢٤)

মর্মার্থঃ " হে ঈমানদার গন! আল্লাহ ও রাসুল যখন তোমাদেরকে আহবান করেন, তৎক্ষনাৎ তোমরা সাড়া দাও। কেননা এতেই তোমাদের প্রকৃত হায়াত নিহীত"। (সুরা আনফাল- ২৪ আয়াত) এখানে দ্বীনের আহবানের ক্ষেত্রে (ওয়াও) অব্যয় দ্বারা আল্লাহর সাথে রাসুলের নাম যোগ করা হয়েছে।

৫। আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহও রাসুল একঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ (آل عمران ٣٢)

মর্মার্থ ঃ হে রাসুল! আপনি একথা ঘোষণা করুন- "তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর"। (সুরা আলে ইমরান ৩২ আয়াত)। এখানে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যকে সমান সমান বলা হয়েছে। শরয়ী আহকামে আল্লাহ ও রাসূল এক এবং অভিন্ন। আল্লাহর ইচ্ছাই রাসুলের ইচ্ছা এবং রাসুলের ইচ্ছাই আল্লাহর ইচ্ছা। রাসুলের আনুগত্য মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য। ৫ম পারায় এরশাদ হয়েছে -" যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো"। জাতে ভিন্ন হলেও শরীয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল এক। ইহাই সর্বসম্মত মত।

৬। নাফরমানীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে রাসূল যুক্ত।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ-وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا -

মর্মার্থ ঃ " আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন কোন মুমিন নরনারীর পক্ষে তা মানা- না মানার এখতিয়ার নেই। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর

www.sunnibarta.com

রাসুলের নাফরমানী করবে এবং নির্দেশ অমান্য করবে, সে স্পষ্টভাবেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল"। (সুরা আহ্‌যাব ৩৬ আয়াত)

উক্ত আয়াতে নির্দেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে রাসুল (দঃ) সংযুক্ত। আবার নাফরমানীর ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাথে যুক্ত।

এভাবে আল্লাহর সাথে রাসুল (দঃ) وَاوْ অব্যয় দ্বারা যুক্ত রয়েছেন ৪৫ টি আয়াতে। যথাঃ

(ক) সুরা আলে ইমরান -১বার
(খ) সুরা নিছায় - ৪ বার
(গ) সুরা মায়েদায় -২ বার
(ঘ) আনফালে - ৪ বার
(ঙ) সুরা তাওবায় - ১৩ বার
(চ) সুরা নূর এ - ৩ বার
(ছ) সুরা আহযাবে - ৬ বার
(জ) সুরা ফাত্‌হ - ১ বার
(ঝ) সুরা হুজরাত - ২ বার
(ঞ) সুরা হাদীদে - ২ বার
(ট) সুরা হাশর - ২ বার
(ঠ) সুরা মুনাফিকুন - ১ বার
(ড) অন্যান্য সুরায় - ৪ বার
৪৫ বার
(সুত্র ঃ জিকরে জামিল- হযরত শফী ওকারভী রহঃ)

www.sunnibarta.com

কোরান মজিদের ন্যায় হাদীস শরীফেও অসংখ্য স্থানে আল্লাহ ও রাসুলকে হরফে আত্‌ফ দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। দু' একটি উদাহরন নিম্নে দেখুন। যথাঃ

ক। আল্লাহ ও রাসুল সর্বজ্ঞঃ

মিশকাত শরীফ হাদীসে জিব্রাইলের মধ্যে নবী করিম (দঃ) যখন হযরত ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন- আগন্তুক ব্যক্তি কে ছিলেন, তুমি কি তাঁকে চিন? তদুত্তরে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেনঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎঃ "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলই সর্বজ্ঞ"। এখানে আল্লাহর সাথে রাসুলকেও সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে। সুতরাং রাসুল করিম (দঃ)কে সর্বজ্ঞ বলা জায়েজ।

www.sunnibarta.com

খ। আল্লাহ- অতঃপর আমি যা চাই- তাই হয়ঃ

নাছায়ী শরীফে সহিহ্ সনদে জনৈক ইহুদীর একটা ঘটনা এভাবে বর্নিত হয়েছেঃ

عَنْ شِعْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قَتِيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيْ جُهَنِيَّةٍ قَالَتْ اِنَّ يَهُوْدِيًّا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُنَدِّدُوْنَ وَاِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ وَتَقُوْلُوْنَ وَالْكَعْبَةِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يَحْلِفُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُوْلَ اَحَدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ - *

অর্থঃ মিছআর মা' বাদ ইবনে খালেক থেকে, তিনি আবদুল্লা ইবনে ইয়াছার থেকে, তিনি ক্বাতিলা বিন্‌তে ছাইফী জোহানীয়া থেকে বর্ননা করেছেন, ক্বাতিলা (রাঃ) বলেনঃ জনৈক ইহুদী রাসুলে খোদা (দঃ)-এর খেদমতে এসে বললো ঃ আপনারা দুটি কাজে খোদার সাথে শিরক করেছেন। একটি হচ্ছে - যখন আপনারা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন বলে থাকেন "আল্লাহ চাইলে এবং আমি চাইলে" এ কাজটি হবে। অন্যটি হচ্ছে- যখন কেউ কসম করে, তখন বলে -'কাবার কসম"। তখন নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বললেন ঃ তোমরা যখন শপথ করবে, তখন এভাবে বলবে - "কাবার মালিকের শপথ" । আর বলবে- "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন" অতঃপর আমি যা ইচ্ছা করি- তা হবে"।

উক্ত হাদীসে দুটি বিষয় প্রমানিত হলো। যথাঃ-

১। কা'বার নামে সাহাবাগন প্রথমে শপথ করতেন। নবী করিম (দঃ) এতদিন কিছু বলেননি। ইহুদীর কাছে এটা আপত্তিজনক মনে হওয়ায় নবী করিম (দঃ) তদস্থলে কা'বার মালিকের শপথ করতে পরামর্শ দিলেন। ঐ কাজকে তিনি শিরক বলেননি। বরং ইহুদী শিরক বলেছে। বুঝা গেল-শিরকের ফতোয়াবাজী ইহুদীর কাজ।

২। "আল্লাহর ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছা" সাহাবাগনের এ কথায় প্রথমে নবী করিম (দঃ) কোনই আপত্তি করেন নি। বরং বলার অনুমতি ছিল। এতে প্রমানিত হলো- সাহাবাগণ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজেদের ইচ্ছাও وَاوْ দ্বারা যোগ করতেন। পরে নবী করিম (দঃ) আল্লাহর ইচ্ছা ও ব্যক্তির ইচ্ছাকে ثُمَّ (ছুম্মা) অব্যয় দ্বারা যোগ করার পরামর্শ দেন। এতে প্রমাণিত হলোঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে রাসুলের ইচ্ছা অথবা ব্যক্তির ইচ্ছা যোগ করা যাবে। তবে আল্লাহর ইচ্ছা আগে, তারপর ব্যক্তির ইচ্ছা ثُمَّ অব্যয় দ্বারা যোগ

www.sunnibarta.com

করা উত্তম। বিভিন্ন কাজে আল্লাহর সাথে রাসুল মকবুল (দঃ) কে وَاوْ দ্বারা সংযুক্ত করা আল্লাহরই বিধান। থানবী পন্থীরা ৪৫টি আয়াত সম্পর্কে কি বলবেন?

অথচ থানবী সাহেব ও ইসামাইল দেহলভী বলেছে " ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহর সিফত। মুহাম্মদের (দঃ) ইচ্ছায় কিছুই হয়না"। (নাউজু বিল্লাহ)। নবী দুশ্‌মনির এটা উজ্জ্বল প্রমান। নবী করিম (দঃ) যে কাজকে শির্‌ক বলেননি, থানবী সাহেব বেহেস্তী জেওরে এবং ইসমাইল দেহ্‌লভী তাকভিয়াতুল ঈমানে সে কাজকে কি করে শির্‌ক বললেন? এটা তাদের ইসলামের অপব্যাখ্যা বললে মোটেই ভুল হবে না।

একটি সন্দেহ খন্ডনঃ

ওহাবী সম্প্রদায় তাদের দাবীর স্বপক্ষে শরহে সুন্নাহর একটি হাদীস উপস্থাপন করে থাকে - যা মিশকাত শরীফে بَابُ الْاَسَامِيْ অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে ঃ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ (شَرْحُ السُّنَّةِ)

অর্থঃ হযরত হোজায়ফা (রাঃ) সূত্রে বর্নিত হাদীসে নবী করিম (দঃ) বলেনঃ তোমরা এভাবে বলিও না- "আল্লাহ এবং রাসূল মুহাম্মাদ (দঃ) যা ইচ্ছা করেন", বরং এভাবে বলো "একা আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা হবে"। (শরহে সুন্নাহ ও মিশকাত)।

www.sunnibarta.com

ইসমাইল দেহ্‌লভী উক্ত হাদীস উল্লেখ করে পার্শ্ব টিকায় নিজের মন্তব্য এভাবে লিখেছে- " ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহর সিফাত। এতে অন্যের কোন দখল নেই। সুতরাং মুহাম্মদ (দঃ)-এর ইচ্ছায় কিছুই হয় না"। পাঠক সমাজ! আল্লাহর রাসুল (দঃ) বললেন কি, আর ইসমাইল দেহলভী ব্যাখ্যা করলো কি? সে কোন উদ্ধৃতি ও পেশ করেনি।

এবার পাঠক লক্ষ্য করুন! উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়- কে কি মন্তব্য করেছেন।

ক। আল্লামা তিবী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْمُوَحِّدِيْنَ وَمَشِيَّتُهٗ مَغْمُوْرَةٌ فِىْ مَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمُضْمَحِلَّةٌ -

অর্থাৎ- "নবী করিম (দঃ) যেহেতু তৌহীদবাদীগণের সর্দার এবং তাঁর ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই মিশ্রিত ও বিলীন। সুতরাং পৃথক করে তাঁর ইচ্ছার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই"।

www.sunnibarta.com

খ। ইমাম আহমদ রেজা খান (রাঃ) বলেন ঃ

"عطف واؤ سے ہوخواہ ثم سے خواہ کسی حرف سے معطوف ومعطوف علیہ میں مغائرت چاہتاہے بلکہ ثم بوجہ افادۂ فصل وتراخی زیادہ مفید مغائرت ہے اور سید المؤحدین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لئے کوئی مشیت جدا گانہ اپنے رب کی مشیت سے رکھی ہی نہیں- انکی مشیت بعینہ خدا کی مشیت ہے اور مشیت خدا بعینہ انکی مشیت ہے - اور اگر عطف کر کے کہےتو دوئی سمجھی جائیگی کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور رسول کی اور" (امام احمد رضا فی رد اسماعیل دہلوی)

অর্থঃ ইসমাইল দেহলভীর উদ্ধৃত উপরোক্ত হাদীস খানায় 'ওয়াও' বা 'ছুম্মা' কোন প্রকারের হরফে আত্‌ফ না থাকার একটি সুক্ষ্ম কারণ আছে।

www.sunnibarta.com

অন্যান্য হাদীসে হরফে আত্‌ফ দ্বারা রাসুলকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা হলেও অত্র হাদীসে তা না করার পেছনে একটি সুক্ষ্ম তত্ত্ব নিহীত আছে। আর তা হচ্ছে "হরফে আত্‌ফ ওয়াও দ্বারা হউক কিম্বা 'ছুম্মা' দ্বারা হোক অথবা অন্য কোন হরফ দ্বারাই হোক, তা সব সময় আগের ও পরের ব্যক্তি বা مَعْطُوْف وَ مَعْطُوْف عَلَيْهِ এর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ দুজন বুঝা যায়। বক্ষমান হাদীসে তা উল্লেখই করা হয়নি। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছার কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। যাতে দুই বুঝা না যায়। কেননা, নবী করিম (দঃ) হচ্ছেন সাইয়েদুল মোত্তয়াহ্‌হেদীন। তিনি ইচ্ছা করেই এই হাদীসে আল্লাহর ইচ্ছার পাশাপাশি নিজের পৃথক ইচ্ছার কোন অস্তিত্ব রাখেননি। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর ইচ্ছা-ই আল্লাহর ইচ্ছা। এখানে কোন পার্থক্য নেই। যদি وَاوٌ অথবা ثُمَّ লাগিয়ে নিজের ইচ্ছা যোগ করতেন, তাহলে দুই অস্তিত্ব বুঝা যেতো যে, আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্ন এবং রাসুলের ইচ্ছাও ভিন্ন। সুতরাং এই হাদীসে গভীর সুফী তত্ব নিহীত রয়েছে- যাকে তাসাউফের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ বলা হয়। ওহাবী সম্প্রদায় ঐ সব ব্যাখ্যা পাশ কাটিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে জনগণকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখছে।

www.sunnibarta.com

মোদ্দা কথাঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে ثُمَّ " অতঃপর" শব্দ যোগ করে বান্দার ইচ্ছাকে সংযুক্ত করা জায়েজ। তা কোন মতেই শিরক নয়-- যেমন বলেছে থানবী সাহেব ও ইসমাইল দেহলভী। খোদা তায়ালা আমাদেরকে সত্য উপলব্ধির তৌফিক দিন।

নোটঃ পান্ডুলিপি লেখার কাজ রোববার ১২ই কার্তিক ১৪০৩ বাংলা, ১৩ই জমাদিউস সানী ১৪১৭ হিজরী, ২৭শে অক্টোবর ১৯৯৬ইং শেষ করা হলো। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের রেজামন্দির উদ্দেশ্যে এবং লোকের হেদায়াতের নিয়তে একাজ সমাপ্ত করা হলো। এখানে শুধু বেহেস্তী জেওরের আকায়েদ খন্ডের রদ লিখা হলো। বাংলাদেশের সুন্নী উলামা সমাজের জন্যে অত্র গ্রন্থখানী সহায়ক হবে বলে আশা করতে পারি।

খাদেমুল ইল্‌ম
হাফেজ মোঃ আব্দুল জলিল
অধ্যক্ষ কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা,
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা
বাংলাদেশ।

(বিঃ দ্রঃ) উর্দু ইস্‌লাহে বেহেস্তী জেওরের কেবল প্রয়োজনীয় অধ্যায় গুলোর অনুবাদ করা হয়েছে। কিছু কিছু অধ্যায় অনুবাদ করা হয়নি। যেহেতু এটি সংকলন। তাই- বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশটুকুর অনুবাদ-ই শুধু করা হয়েছে- গ্রন্থকার।

www.sunnibarta.com

লেখকের গ্রন্থাবলী

- ❑ বোখারী শরীফ বাংলা সংকলন
- ❑ রাহমাতুল্লীল আলামীন
- ❑ নূর-নবী (দঃ)
- ❑ কারামাতে গাউছুল আযম
- ❑ আহ্‌কামুল মাযার
- ❑ শিয়া পরিচিতি
- ❑ ইস্‌লাহে বেহেশতী জেওর
- ❑ ঈদে মিলাদুন্নবী
- ❑ গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস
- ❑ মিলাদ ও কিয়ামের বিধান
- ❑ প্রশ্নোত্তরে আকায়েদ ও মাছায়েল শিক্ষা

প্রাপ্তি স্থান

১। গাউছুল আযম জামে মসজিদ
এ/৯, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

২। গাউছিয়া লাইব্রেরী
কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলীয়া মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৩। ছুন্নী গবেষণা কেন্দ্র
১০/২৯, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা। ফোন ঃ ৯১১১৬০৭

৪। মোহাম্মদী কুতুব খানা
আন্দর কিল্লা শাহী মসজিদ, চট্টগ্রাম।

৫। বায়তুল মোকাররম বই মেলা
আল হেলাল প্রকাশনী।

www.sunnibarta.com